দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13-OCT 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

19

শিক্ষাঙ্গনে

বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি ও ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতিতে '৯২ সনের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে হিসাব করে দেখা যায়, এক লাখ ত্রি হাজারের মত প্রথম বিভাগে পাস করেছে। আর স্টার মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে প্রায় অর্ধ লাখ। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অভিভাবকদের জন্য যেমনি সুখকর, তেমনি স্কুল ও শিক্ষকদেরও। কিন্তু এই ফলাফল যদি ভবিষ্যতে অকল্যাণ বয়ে আনে, তবে অবশ্যই তা প্রতিরোধযোগ্য। তাই আজ শিক্ষা পদ্ধতিতে যে নৈর্ব্যক্তিক নিয়ম চালু হয়েছে, তা মেধা যাচাই-এর প্রকৃত মাধ্যম নয়। তা ফলাফল হতে সহজেই অনুমেয়। বিনা ক্লাসে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর প্রায় সকল ছাত্র-ছাত্রী দিতে সক্ষম। আর বাকী অংশ ১০ নম্বর অন্য ৫০ নম্বর হতে পেতে কোন কষ্টের প্রয়োজন হয় না। ফলে, প্রথম বিভাগসহ পাস করা অত্যন্ত সহজলভ্য হয়ে পড়েছে। এই কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি অবহেলা সৃষ্টি হচ্ছে। এবং মেধাশক্তির প্রখরতা বিলুপ্তির পথ সুগম হয়েছে।

প্রথম বিভাগে পাসের এই গণহার চিরাচরিত নিয়মের এক অবাক ব্যতিক্রম। সদ্য স্বাধীনতা উত্তর গণপাসের প্রবল জোয়ারের ফলাফলকেও এটা হার মানিয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক প্রথম বিভাগে পাসের অনেকে আছে বড় জোর তৃতীয় বিভাগ পেতো। আর দ্বিতীয় বিভাগধারী অনেকে আছে যাদেরকে প্রতি বছরই অভিভাবকদের অনুরোধে উপরের ক্লাসে তুলে দেওয়া হতো। আর টেস্ট পরীক্ষায় অযোগ্য প্রমাণিত হত।

মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন থাকে অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণে তেমনি স্কুলগুলোতেও শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণে। কলেজে পদার্পণের পর সেই নিয়ন্ত্রণ আর থাকে না। ফলে, তারা পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ হারায়; এর উপর আবার মাধ্যমিক পদ্ধতি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতির পড়াশুনা কলেজে, এসএসসির বর্তমান পদ্ধতির মত সহজলভ্য হবে না। পরীক্ষার ফলাফল থাকবে না অনুকূলে, ফেল করবে বর্তমান পাসের এক বিরাট অংশ। ফলে, হতাশা আর ফেল তাদেরকে নিয়ে যাবে বিপথে।

তাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ কর্তাব্যক্তিদের নিকট আবেদন, বর্তমান পদ্ধতি বাতিল করে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মেধা যাচাই ও দুর্নীতি রোধে পদক্ষেপ নিলে ভবিষ্যতে জাতির কল্যাণ বয়ে আনবে।

—মোঃ আমিনুল ইসলাম (হারুন)

নারী শিক্ষা

আমাদের দেশেব অধিকাংশ নারীই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তারা অবজ্ঞা আর অবহেলার পাত্রী মাত্র। শিক্ষার আলো নেই বলেই তারা অন্যের হাতের পুতুল। তাঁদের নিজস্ব কোন সত্তা নেই। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি? পেয়েছি গণতন্ত্র। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কি অমরা নারী স্বাধীনতা পেয়েছি? তার কারণ একটা অশিক্ষিত নারী সমাজ। আমরা প্রতি দিন খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাই নারী নির্যাতনের খবর। দেখতে পাই যৌতুকের কারণে আত্মহত্যার খবর। কিন্তু নারীরা কি শুধু আত্মহত্যা করবে? তারা কি শুধু অসহায়ের মত কাঁদবে? অথচ বিশ্বের অন্যান্য দেশের নারীরা নিজেদের অধিকার নিজেরাই আদায় করছে। পুরুষের সাথে তারা সমান অধিকারের মাধ্যমে কাজ করছে। কিন্তু আমাদের দেশের নারীরা অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে। তার একটাই কারণ শিক্ষার অভাব। আমাদের দেশে মেয়েরা যে শিক্ষিত হচ্ছে না তা নয় কিন্তু তার বিস্তার প্রয়োজন। আমরা যতই বলি না কেন, নারী স্বাধীনতা দিতে হবে, সমান অধিকার চাই কিন্তু এই শ্লোগানকে ব্যস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন নারী শিক্ষা বিস্তার। একটা নারী শিক্ষিত হলে একটি পরিবারের উন্নতি, একটি সমাজের উন্নতি, একটি দেশেরও উন্নতি তাই নারী শিক্ষার বিষয়ে আমাদেরকে আরো অধিক সচেতন হতে হবে। নারী শিক্ষার বিস্তারের সাথে আমাদের দেশের উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

দেশের উন্নতি করতে হলে আমাদেরকে প্রথমে নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। তবেই আমরা আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারব।

শারমিন সুলতানা (বেবী)